যুগান্তর

তারিখ ... 15 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

ধ্বংসের মুখে কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

যুগান্তর রিপোর্ট

কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এক পক্ষ প্রতিষ্ঠান দখলের অভিযোগ আনছে। অপর পক্ষকে স্কুল থেকে বহিষ্কার করছে। অধ্যক্ষের চেয়ার দখল এবং প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপের অভিযোগও উঠেছে। এ ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ পাঠদান বাতিল, জাতীয় দিবস উদযাপন না করা, শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতনসহ নানা ধরনের অভিযোগও বেরিয়ে আসছে। দ্বন্দ্বের জেরে প্রতিষ্ঠানটিতে মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। ফলে দিন দিন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থী কমছে। সব মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, অংশীদারদের মধ্যে চারজন পরিচালক ও পাঁচজন শিক্ষক সংঘবদ্ধ হয়ে স্কুলটি দখলে নেয়ার চেষ্টা করছেন। দখলের নেতৃত্বে দিচ্ছেন জামায়াতপন্থী তিন ব্যবসায়ী ও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক। চাপের মুখে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ নিজামউদ্দিনকে সরিয়ে এক ব্যবসায়ীকে ওই পদে বসানো হয়েছে। শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় বন্ধ করে দেয়া হয় 'এ লেভেল' (এইচএসসি) শিক্ষা কার্যক্রম।

মালিকানা দ্বন্দ্ব

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে স্কুলটির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এএমএম খায়রুল বাশার শনিবার যুগান্তরকে বলেন, 'কিছু অভিভাবকের স্বাক্ষর জাল করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অভিযোগপত্র দেয়া হয়েছে। এতে উত্থাপিত সব অভিযোগ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। সাবেক অধ্যক্ষ নিজামউদ্দিন স্কুল থেকে পৌনে চার লাখ টাকা বেতন পেতেন। তা সত্ত্বেও তিনি ২০১৫ সালের জুনে কাউকে কিছু না বলে স্কুল ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি চলে যাওয়ার পর স্কুলের হিসাব অডিট করে তিন কোটি টাকার গড়মিল পাওয়া গেছে। অধ্যক্ষের পদ দখল নয়, হিসাবের গড়মিলই তার চলে যাওয়ার কারণ। এই অপরাধে আজ (শনিবার) তাকে স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া তার কাছে সাত দিনের মধ্যে অর্থের হিসাব চাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' তিনি বলেন, ক্যাম্পাস বর্তমানে চারটিই আছে। বেশ কিছু দিন ধরে ধানমণ্ডির একটি ক্যাম্পাসে সাড়ে চার হাজার বর্গফুট জায়গা খালি পড়েছিল। এ কারণে সেটি বাদ দিয়ে লালমাটিয়ায় আরেকটি নেয়া হয়েছে। স্কুলে কখনওই এক হাজার শিক্ষার্থী ছিল না। শিক্ষার্থী কমেওনি। বর্তমানে ৫৫৬ জন শিক্ষার্থী আছে। তিনি বলেন, যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় দিবসগুলো পালন করা হয়। তিনি নিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। মোরাল স্টাডিজ এবং 'এ' লেভেল স্তর বন্ধ করে দেয়ার অভিযোগ নয়। কয়েকজন শেয়ারহোল্ডারের দাড়ি আছে বলে তাদের জামায়াতপন্থী বলা হয়। বাস্তবে তারা জামায়াতের আদর্শ ধারণ করেন না। স্কুলে বর্তমানে নয়, বরং আগে কোচিং ছিল। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর তা বন্ধ করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শনিবার শুধু ব্যবস্থাপনা পরিচালককেই নয়, চেয়ারম্যান এসএম এমদাদুল ইসলামকেও অপসারণ করা হয়েছে। এই দু'জনের পরিবর্তে নতুন চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। তারা হলেন যথাক্রমে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ও কাজী খায়রুজ্জামান। প্রতিষ্ঠানটির মোট ২৭ জন শেয়ারহোল্ডার আছেন। তাদের মধ্যে ১৩ জনকে নিয়ে ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত। এ প্রসঙ্গে স্কুল থেকে বের করে দেয়া অধ্যক্ষ নিজামউদ্দিন বলেন, 'এই স্কুল আমার। আমি প্রতিষ্ঠাতা। তবে সুষ্ঠুভাবে কোম্পানি পরিচালনার স্বার্থে আরও তিনজনকে সিগনেটরি (স্বাক্ষরক্ষমতাপ্রাপ্ত) নিয়ে স্কুলের হিসাব পরিচালনা করা হতো। সুতরাং একজনমাত্র ব্যক্তির পক্ষে প্রতিষ্ঠানের অর্থ তছরুপ সম্ভব নয়। এটা অবাস্তব অভিযোগ। তাদের উচিত হবে এই অর্থের জন্য মামলা করা। আমি সেখানেই এর জবাব দেব।' তিনি বলেন, স্কুল দখলের উদ্দেশ্যেই আমাকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়েছে। আজকে শুধু আমাকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদ থেকে বাদ দেয়া হয়নি, চেয়ারম্যানকেও বাদ দেয়া হয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত অবৈধ। কেননা, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি ছাড়া তারা এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। তাদের এই সিদ্ধান্তসহ অন্য অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমি আইনি ব্যবস্থা নেব।

গত মাসে অভিভাবকদের পক্ষে মো. মোবারক হোসাইন কাউছার নামে একজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।